সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া মেগা প্রকল্পসমূহ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প

উদ্বোধন: ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মোট দৈর্ঘ্য: ৪৬.৭৩ কি.মি.

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল প্রকল্প

উদ্বোধন: ৭ অক্টোবর, ২০২৩

স্থপতি: রোহানি বাহারিন (সিঙ্গাপুর)

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প

উদ্বোধন: ১০ অক্টোবর, ২০২৩

বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্প

উদ্বোধন: ২৮ অক্টোবর, ২০২৩

দৈর্ঘ্য: ৩.৩২ কি.মি.

মেট্রো রেল প্রকল্প

উদ্বোধন: ৪ নভেম্বর, ২০২৩ (আগারগাঁও-মতিঝিল)

২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (উত্তরা-আগারগাঁও)

দৈর্ঘ্য: ২১.২৬ কি.মি.

দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্প

উদ্বোধন: ১১ নভেম্বর, ২০২৩

কক্সবাজার রেলস্টেশনের স্থপতি: ফয়েজ উল্লাহ

JOYKOLY PUBLICATIONS LTD.

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু ***

- অফিসিয়াল নাম - পদ্মা বহুমুখী সেতু, (ডিজাইন-Truss Bridge)
- নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ৭ ডিসেম্বর ২০১৪।
- অবস্থান – মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত।
- পদ্মা সেতুর সাথে পত্যক্ষ জড়িত জেলা– ৩টি (মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর)।
- দৈর্ঘ্য – ৬.১৫ কিলোমিটার, প্রস্থ – ১৮.১০ মিটার।
- লেন হচ্ছে – ৪টি, পিলার – ৪২টি।
- স্প্যান – ৪১টি (স্প্যানের দৈর্ঘ্য - ১৫০ মিটার)।
- আয়ুষ্কাল হবে – ১০০ বছর, উপাদান - কংক্রিট, স্টিল।
- সেতুর ধরন – দ্বিতল (উপরে সড়ক এবং নিচে রেলপথ)।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান – চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, চীন
- সংযুক্ত করবে দেশের – ২১টি জেলা।
- ভূমিকম্পের সহনশীল মাত্রা রিখটার স্কেল – ৯।
- পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করছে - বাংলাদেশ সরকার।
- নকশা করে- AECOM (American Multinational Engineering Firm)
- রক্ষণাবেক্ষক - বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
- প্রথম স্প্যান বসে - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
- ৪১ তম স্প্যান বসে - ১০ ডিসেম্বর ২০২০।
- ৪১ তম স্প্যান বসে যে পিলারের উপর– ১২ ও ১৩ নং
- পদ্মা সেতুর প্রকল্পের পরিচালক - মোঃ শফিকুল ইসলাম।
- সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময় - ২০২২ সালের ২৩ জুন।

প্রস্তাবিত ২য় পদ্মা সেতু

- অফিসিয়াল নাম - দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু।
- নির্মিত হবে - মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া থেকে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ পর্যন্ত।
- দৈর্ঘ্য - ৬.১০ কিলোমিটার।
- প্রস্থ - ১৮.১০ মিটার।
- সেতুতে বিনিয়োগ করবে - বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)
- প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে - ১৩ হাজার ১২১ কোটি টাকা।

মেট্রোরেল (MRT-6) ***

- মেট্রোরেল ১ম পরীক্ষামূলকভাবে উড়ালসড়ক পথে উত্তরার দিয়া বাড়ি থেকে মিরপুরের পল্লবী পর্যন্ত চলে– ২৯ আগস্ট, ২০২১
- প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করা হয় – ২৬ জুন, ২০১৬।
- রুট – উত্তরা থেকে মতিঝিল, স্টেশন থাকবে - ১৬টি
- দৈর্ঘ্য – ২০.১ কি. মি.।
- মেট্রোরেলের কাজ করছে– ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি
- পরিবহনের ধরন - দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা
- রেলপথের গেজ - আদর্শ গেজ।
- মেট্রোরেল প্রকল্পের শ্লোগান – বাঁচবে সময় বাঁচবে তেল জ্যাম কমাবে মেট্রোরেল।
- প্রকল্পের ১ম ধাপ চালু হবে – ২০২২ সালে (উত্তরা থেকে আগারগাঁও)।
- প্রকল্পের ২য় ধাপ চালু হবে – ২০২৪ সালে (আগারগাঁও থেকে মতিঝিল)।
- প্রকল্পে অর্থায়ন করছে – বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের জাইকা।
- প্রকল্পের অর্থায়ন করছে জাপান - ৮৫ শতাংশ।
- ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক - এম এন সিদ্দিক
- ১ম মেট্রোরেলের জন্য ট্রেন কেনা হয়েছে - ২৪ সেট
- ১ম সেট ট্রেন জাপান থেকে দেশে পৌঁছেছে– ২১ এপ্রিল ২০২১
- মেট্রোরেলের ট্রেনগুলো নির্মাণ করছে– জাপানি প্রতিষ্ঠান কাওয়াসাকি-মিতসুবিশি
- প্রতি ঘন্টায় যাত্রী পরিবহন করবে– ৬০ হাজার

মেরিন ড্রাইভ সড়ক

- বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক অবস্থিত – কক্সবাজারে।
- উদ্বোধন করা হয় – ৬ মে, ২০১৭।
- মেরিন ড্রাইভ সড়কের দৈর্ঘ্য – ৮০ কিলোমিটার।
- সড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় – ১৯৯৩ সালে।
- সড়কটির বিস্তৃতি – কক্সবাজারের কলাতলী হতে টেকনাফ পর্যন্ত।
- মেরিন ড্রাইভ সড়ক হচ্ছে – সমুদ্রের তীর ঘেষা সড়ক।

নির্মাণাধীন কর্ণফুলী টানেল/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল **

- নির্মিত হচ্ছে – চট্টগ্রামে, যে নদীতে হচ্ছে – কর্ণফুলী নদীতে।
- নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
- সংযুক্ত হচ্ছে - পতেঙ্গা নেভাল একাডেমির বন্দর অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামের আনোয়ারা পর্যন্ত।
- দৈর্ঘ্য– ৩.৪ কিলোমিটার, প্রস্থ– ১০ মিটার
- অপর নাম –Two towns – one city.
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান- চায়না কমিউনিকেশন এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (CCCC), চীন
- চালু হওয়ার সম্ভাব্য সময় – ২০২২ সাল, সহায়তাকারী দেশ – চীন।
- টানেলের প্রবেশপথ - চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে কর্ণফুলী নদীর ২ কি.মি. ভাটির দিকে নেভি কলেজের নিকট।
- সহযোগিতায় - চীনের এক্সিম ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- অবস্থান - হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত (বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী)
- মূল সড়কের দৈর্ঘ্য - ১৯.৭৩ কি. মি.।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি.।
- সম্পূর্ণ প্রকল্পটি চালু হবে– ২০২৩ সালের জুনে।

দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ***

- চালু হয়– ১২ মার্চ, ২০২০ (উদ্বোধন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)
- রুট - যাত্রাবাড়ী - মাওয়া - ভাঙ্গা।
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য- ৫৫ কিলোমিটার (ঢাকা-মাওয়া- ৩৫ কিলোমিটার এবং জাজিরা ভাঙ্গা ২০ কিলোমিটার যোগাযোগের জন্যে)
- ঢাকার সাথে যুক্ত হয় - ২২টি জেলা।
- নির্মাতা - সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড (২৪ ইসিবি)।

- রূপকল্প ২০৪১ সিরিজের প্রথম পরিকল্পনা- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- মেয়াদ কাল – ৫ বছর।
- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয় – ১৯৭৩ - ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক দেশ– সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক – রাশিয়ার যোসেফ স্ট্যালিন।
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল – ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

- জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার– ৮.৫১ শতাংস।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্লান ২১০০

- বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ হচ্ছে– একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ও সামষ্টিক পরিকল্পনা
- বিষয়– পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহায়তার জন্যে প্রণয়ন করা একটি পরিকল্পনা।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়– ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর
- 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে– নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা প্লানের আদলে
- যার ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে– প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় হটস্পট রয়েছে– ৬টি স্থান
  - উপকূলীয় অঞ্চল
  - বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল
  - হাওড় ও আকস্মিক বন্যা অঞ্চল
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল
  - নদী অঞ্চল ও মোহনা
  - নগর অঞ্চল
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ উচ্চপর্যায়ের জাতীয় অভীষ্ট– ৩টি
- নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট রয়েছে– ৬টি
- রূপকল্পটির মূল লক্ষ্য– নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা

ই-পাসপোর্ট (E- Passport) ***

- অপর নাম- বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট।
- প্রথম চালু করে ১৯৯১ সালে- মিশর ও ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়া।
- বাংলাদেশ চালু করে- ২২ জানুয়ারি, ২০২০।
- ই-পাসপোর্ট চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান- ১১৯তম।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু করতে চুক্তি করে- জার্মানির সাথে।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট নিরাপত্তা দিবে- ৩৮ধরনের।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ব্যবহারকারী হবে- ৩০ মিলিয়ন।
- Bangladesh Machine Readable (MRT) ই-পাসপোর্ট চালু করে- ২০১০ সালে।
- একুশ ই-বুক চালু করে- ২০১৬ সালে।
- ২২ ধরনের সেবা নিয়ে স্মার্ট ভোটার আইডি কার্ড চালু হয়- ২০১৬ সালে

দেশের বৃহত্তম পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান - কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১৩২০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রধান উপাদান - কয়লাভিত্তিক।
- সহায়তাকারী দেশ - চীন।

মাতারবাড়িতে প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর ***

- অবস্থিত - কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে
- অনুমোদন করে - জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি, একনেক (১০ মার্চ, ২০২০)
- টার্মিনাল থাকবে - ২টি (৩০০ ও ৪৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের)।
- যে বন্দরের আদলে হবে - জাপানের কাশিমা ও নিগাতা নামের দুটি বন্দরের আদলে।

- বাস্তবায়নের সময়কাল - (২০২০ সাল - ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত)
- অর্থায়নে - জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থা (JICA), বাংলাদেশ সরকার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- সুবিধা - ২৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের চার লেনবিশিষ্ট সড়ক এবং ১৭টি সেতু ১৬মিটার গভীরতা ৮,০০০ TEU(Twenty Foot Eqution Unit) কনটেইনারবাহী জাহাজ ভিড়তে পারবে।
- এটি দেশের ৪র্থ বন্দর কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে– প্রথম।
- অন্য তিনটি বন্দর- ১. চট্টগ্রাম(১৮৮৭), ২. মংলা(১৯৫০), ৩.পায়রা (২০১৬)।

পায়রা সমুদ্র বন্দর

- অবস্থান- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলে
- এটি বাংলাদেশের – তৃতীয় সমুদ্র বন্দর।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে – ১৩ আগস্ট, ২০১৬।
- দৈর্ঘ্য - ৩০ কি. মি.।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্র বন্দর – পায়রা সমুদ্র বন্দর ।
- নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান - সিএসআইসি ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, চীন।

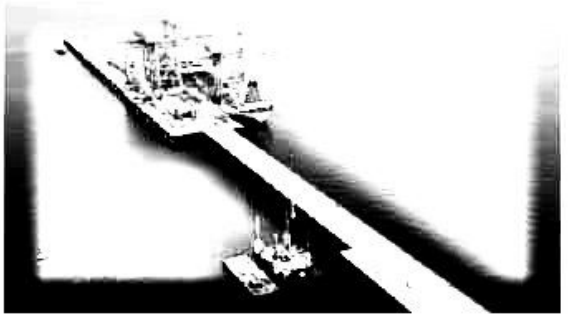

"সমস্যার সমুদ্রে ডুবে আছো ভেবে আতঙ্কিত হয়ো না, সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা রাখো হয় তিনি তোমাকে টেনে তুলবেন, নতুবা তোমাকে সাঁতার শিখাবেন।"

দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র মহেশখালী

- অবস্থিত – কক্সবাজারের মহেশখালীতে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে – ৩,৬০০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে – এলএনজি ভিত্তিক।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে – কোম্পানী জেনারেল ইলেকট্রনিক
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও জেনারেল ইলেকট্রনিকের সঙ্গে সমঝোতা স্বারক সই করে- ১১ জুলাই, ২০১৮

দেশের একমাত্র ডিজিটাল আইল্যান্ড- মহেশখালী।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)***

- SDG এর পূর্ণরূপ– Sustainable Development Goals.
- মেয়াদ – ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত।
- লক্ষ্যমাত্রা – ১৭টি, সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা– ১৬৯টি।
- গৃহিত হয় – ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।
- SDG এর পূর্বসূরি হলো – MDG (Millennium Development Goals)
- MDG এর মেয়াদ ছিল – ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত।
- MDG এর লক্ষ্য ছিল– ৮টি, বাংলাদেশ অর্জন করে – শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস (২০১০ সাল)

SDG বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি

১. দারিদ্র্য **
২. ক্ষুধামুক্তি**
৩. সুস্বাস্থ্য **
৪. মানসম্মত শিক্ষা **
৫. লিঙ্গ সমতা **
৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী
৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি
৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো
১০. বৈষম্য হ্রাস
১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়
১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার
১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ***
১৪. টেকসই মহাসাগর
১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার
১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- মেয়াদ – জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। ***
- গুরুত্ব দিচ্ছে- ২ টি বিষয়। ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি।
- বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে - গ্রামীণ রূপান্তর (বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল– "আমার গ্রাম, আমার শহর")।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থির লক্ষ্য - রূপকল্প ২০৪১।
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য স্থিরকৃত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সিরিজ - চারটি।

হাওরে আভুরা সড়ক

- নাম– ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক
- অবস্থান– কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলীর হাওরে
- দৈর্ঘ্য– ২৯.৭৩ কিলোমিটার
- নির্মাণের দায়িত্বে– সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

বাংলাদেশে ইলেকট্রিক ট্রেন

- প্রথম চালু হবে– ঢাকা– নারায়নগঞ্জ
- দৈর্ঘ্য– ২৩ কি.মি.
- নাম– লাইট র‍্যাপিড রেল ট্রানজিট (LRT)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু

- যে নদীতে তৈরি হচ্ছে– যমুনা।
- অবস্থান– বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সড়ক সেতুর ৩০০ মিটার উজানে
- সংযুক্ত করবে– টাঙ্গাইল– সিরাজগঞ্জ
- দৈর্ঘ্য– ৪.৮ কি.মি. (ডুয়েলগেজ ডাবল-ট্র্যাক)
- নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করছে– বাংলাদেশ সরকার ও জাপান

ফ্লাইওভার

- দেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার– মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য– ১১.৮ কি.মি.
- দ্বিতীয় দীর্ঘতম উড়াল সড়ক– মগবাজার-মৌচাক-মালিবাগ ফ্লাইওভার (দৈর্ঘ্য– ৮.৭০ (সরকারের মতে) কি.মি. (উইকিপিডিয়ার মতে- ৮.২৫ কি.মি.)

বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র

- নাম– 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র
- স্থাপন– ফরিদপুরের ভাঙ্গায় (৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ও কর্কটক্রান্তি রেখার সংযোগ স্থলে)
- স্থাপনের সময়– ১৯ জানুয়ারি, ২০২১

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ম্যুরালচিত্র

- দেশের সর্বোচ্চ বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়– হালিশহর, চট্টগ্রাম (২৯ ফুট)
- চট্টগ্রামের হালিশহরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের নাম– বজ্রকণ্ঠ
- বজ্রকণ্ঠ ভাস্কর– অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম
- বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে– তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায়
- সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্ট্রিট নামে সড়ক উদ্বোধন করা হয়– মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুইসে

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ নিয়ে লেখা গ্রন্থের নাম– 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ'
- সম্পাদনা করেন– অ্যাডভোকেট শামীম সুলতানা

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র রামপাল ***

- অবস্থান – বাগেরহাটের রামপালে।
- উৎপাদন ক্ষমতা – ১৩২০ মেগাওয়াট।
- কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে – কয়লা দ্বারা।
- সহায়তাকারী দেশ – ভারত।
- রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১২ জুলাই, ২০১৬।
- সুন্দরবন হতে দূরত্ব – ১৪ কি. মি.
- রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত – পশুর নদীর তীরে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ***

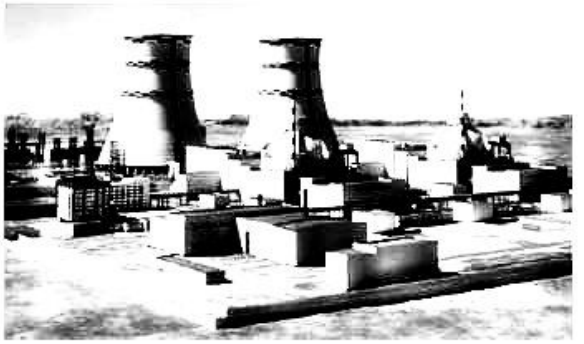

- অবস্থিত – পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে ।
- রাশিয়ার সাথে চূড়ান্ত ঋণ চুক্তি হয় – ২০১৫ সালে।
- উৎপাদন ক্ষমতা -২৪০০ মেগাওয়াট।
- ১ম বার -১২০০ মেগাওয়াট, ২য় বার ১২০০ মেগাওয়াট।
- সহায়তা করছে – রাশিয়া ও ভারত।
- রাশিয়া সহযোগিতা করবে – ৯০ ভাগ এবং ভারত ১০ ভাগ।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুষ্কাল – ৫০ বছর।
- উৎপাদন শুরু করবে – ২০২৩ সালে।
- রোসাটম - রাশিয়ার পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থা।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ভেসেল বা চুল্লি উদ্বোধন করে প্রধনমন্ত্রী– ১০ অক্টোবর, ২০২১**
- দেশের ২য় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - বরিশালের হিজলাতে।

মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ***

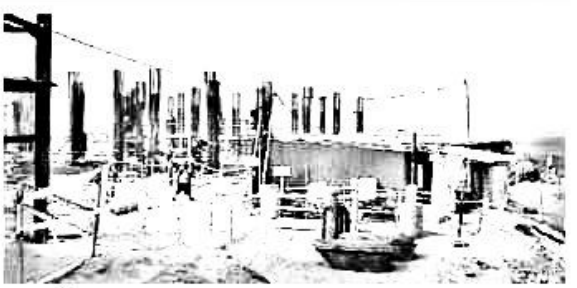

- অবস্থিত - কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি।
- ধরন- কয়লাভিত্তিক আল্ট্রাসুপার প্রযুক্তির
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১২০০ মেগাওয়াট।
- সহযোগিতা - জাপান ও বাংলাদেশ সরকার।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন - জাপানের সুমিতমো টেকনোলজি
- নির্মাণ শেষ হবে -২০২৩ সালে।